মেহেরপুরে বজ্রপাতে ২ কৃষক নিহত, আহত এক গৃহবধু

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের পাঠান পাড়ার নামমাঠ নামক স্থানে কৃষি কাজ করার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষক নিহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে বজ্রপাতাতের এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, শোলমারী গ্রামের পাঠান পাড়ার সামেদ খানের ছেলে শাহ আলম (২৫), দোয়াত আলীর ছেলে ছোট খোকন (৩০)।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় শোলমারী গ্রামের নামমাঠ নামক স্থানে কৃষি কাজ করছিলেন ছোট খোকন ও শাহ আলম। এসময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে সাথে সাথে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এতে ছোট খোকন ও শাহ আলম বজ্রোঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন মরদেহ উদ্ধার করে।

অপরদিকে, গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়াতে বজ্রপাতের ঘটনায় বেদানা খাতুন নামের এক গৃহবধু আহত হয়েছেন। তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত বেদানা একই গ্রামের ওয়াহাবের স্ত্রী।

গাংনীতে বজ্রপাতে কৃষক দুই কৃষক নিহত, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও হাড়াভাঙ্গা মাঠে পৃথক বজ্রপাতে দুই কৃষক নিহত ও দুই জন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতরা হলেন গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মুন্সিপাড়া এলাকার জাহাঙ্গীর হোসেন (৪৫) ও হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আকরাম হোসেন (৬৫)।

আহতরা হলেন, কাজিপুর মুন্সিপাড়ার হাউস আলী (৫৫) ও ব্রজপুর গ্রামের মুন্নাফ আলী (৪৫)।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টার দিকে কাজিপুর মুন্সিপাড়ার মাঠে জাহাঙ্গীর হোসেন, হাউস আলীসহ বেশ কয়েকজন কৃষক পাট মাথায় করে নিয়ে আসছিলেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটে। বজ্রপাতটি এই দুই কৃষকের মাথার উপর পড়লে দুজনেরই শরীর ঝলসে যায়। পরে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে ও পরে সেখান থেকে জাহাঙ্গীরকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা সাড়ে ৩ টার দিকে মারা যান জাহাঙ্গীর হোসেন।

একই সময়ে হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আকরাম হোসেন মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাত ঘটলে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এছাড়া আহতরাও মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে আহত হন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।